আজকালের খবর



চীন সরকারের স্কলারশিপ পেলেন ঢাবির একই ব্যাচের ৬ শিক্ষার্থী

● ঢাবি প্রতিবেদক

চীনের সর্বোচ্চ সম্মানজনক ও সর্বাধিক সুবিধাসম্পন্ন চীনা সরকারি বৃত্তি পেয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) চীনা ভাষা ও সংস্কৃতি বিভাগের দ্বিতীয় ব্যাচের ছয় শিক্ষার্থী। তাদের মধ্যে পাঁচজন এ-টাইপ এবং একজন বি-টাইপ ক্যাটাগরিতে চূড়ান্তভাবে মনোনীত হয়েছেন। ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে তারা চীনের চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঁচটি ভিন্ন বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ পেয়েছেন। মনোনীতদের মধ্যে সোহেল হোসাইন ও মো. রেদোয়ান মেহবুব উহান বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পেয়েছেন। সোহেল 'ট্রান্সলেশন স্টাডিজ' এবং রেদোয়ান 'সিনোলজি' বিষয়ে পড়াশোনা করবেন। অন্যদিকে, মারজীয়া আক্তার মীম ও তাহমিনা আক্তার বেইজিং ভাষা ও সংস্কৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পেয়েছেন। তারা দুজনেই 'টিচিং চাইনিজ টু স্পিকার্স অব আদার ল্যাংগুয়েজেস' বিষয়ে পড়াশোনা করবেন। এছাড়াও তানজিয়া সাইমুন শিয়ামেন বিশ্ববিদ্যালয়ে 'চাইনিজ ল্যাংগুয়েজ স্টাডিজ' নিয়ে এবং মো. মারজুল ইসলাম চিনান বিশ্ববিদ্যালয়ে 'চাইনিজ স্টাডিজ' বিষয়ে অধ্যয়ন করবেন। তাদের কোর্সের মেয়াদ দুই থেকে তিন বছর। বৃত্তির আওতায় শিক্ষার্থীদের সব ব্যয়ভার বহন করা হবে। এর মধ্যে রয়েছে টিউশন ফি, আবাসন খরচ, যাতায়াত ব্যয়, স্বাস্থ্যবিমা, বার্ষিক শিক্ষাসফর, প্রাতিষ্ঠানিক ফি (খেলাধুলা, লাইব্রেরি, হল ফি, সেমিস্টার ফি ইত্যাদি) এবং মাসিক ৩ হাজার ইউয়ান (প্রায় ৫০ হাজার টাকা) ভাতা। ইতোমধ্যে কর্তৃপক্ষ তাদের বিমান টিকিটও সরবরাহ করেছে। আগামী ১ সেপ্টেম্বর থেকে তারা নিজ নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করবেন। এর আগে, গত শিক্ষাবর্ষে একই বিভাগ থেকে আরও তিন শিক্ষার্থী চীনে মাস্টার্স অধ্যয়ন করতে গিয়েছিলেন একই সমমানের কনফুসিয়াস ইনস্টিটিউট স্কলারশিপে। তাদের মধ্যে বেইজিং ভাষা ও সংস্কৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে টিচিং চাইনিজ বিষয়ে সাদিয়া আক্তার, লানচৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে চীনা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে মো. রবিউল ইসলাম এবং নর্থওয়েস্ট নরমাল বিশ্ববিদ্যালয় টিচিং চাইনিজ বিষয়ে শামসুন্নাহার শায়লা অধ্যয়নরত রয়েছেন। উল্লেখ্য, চীনা সরকারি বৃত্তি প্রতিবছর বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে নির্দিষ্ট সংখ্যক শিক্ষার্থীকে দেওয়া হয়। আবেদনকারীরা কয়েক ধাপের বাছাই প্রক্রিয়া ও সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে মনোনীত হন। এই স্কলারশিপে স্নাতক, স্নাতকোত্তর ও পিএইচডিভুক্তই তিনটি ক্যাটাগরির পাশাপাশি রয়েছে এক বছরের মেয়াদি জুনিয়র স্কলার্স ও সিনিয়র স্কলার্স নামের দুটি স্বল্পমেয়াদি কোর্স। প্রতিবছর নভেম্বর-ডিসেম্বরে আবেদন শুরু হয় এবং জুলাই মাস পর্যন্ত ধাপে ধাপে ফলাফল প্রকাশিত হয়।

The Bangladesh Today



On the occasion of Janmashtami, one of the main religious festivals of the Hindu community, a Sankirtan procession was taken out from Jagannath Hall of Dhaka University yesterday. Photo: Courtesy

কালের কণ্ঠ

প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অনেক নারী প্রার্থী

ডাকসু নির্বাচন-২০২৫

কেয়া আক্তার ▷

১৫ জুলাই ২০২৪ ছাত্র-ছাত্রীদের শান্তিপূর্ণ কোটা আন্দোলনে সেদিন হামলা চালায় ছাত্রলীগ। সেদিন দুপুরের পর থেকে ফেসবুকজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে একটি মেয়ের ছবি, মুখে রক্তের ধারায় চেহারা চেনাই যাচ্ছিল না। সেই নারী শিক্ষার্থীর নাম সানজিদা আহমেদ তন্বী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮-১৯ সেশনের ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগের শিক্ষার্থী। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে প্রার্থী হচ্ছেন। কেন্দ্রীয় সংসদে লড়বেন। এবারের ডাকসু নির্বাচনে তন্বীর মতো আরো একঝাঁক নারী শিক্ষার্থী প্রার্থী হচ্ছেন।

কেন্দ্রীয় সংসদে নির্বাচনের ঘোষণা দিয়েছেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক মুখপাত্র উমামা ফাতেমা স্বতন্ত্র প্যানেলে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। কালের কণ্ঠকে তিনি বলেন, 'আমরা ঢাবিকে একটা শিক্ষার্থীবান্ধব ক্যাম্পাস হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করব। শামসুন্নাহার হলের ভিপি পদে লড়বেন বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদের মুখপাত্র আশরেফা খাতুন। তিনি কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আওয়ামী আমল থেকেই সব ধরনের অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলাম, ভবিষ্যতেও থাকব।'

বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদের যুগ্ম আহ্বায়ক মিতু আক্তার লড়বেন কেন্দ্রীয় সংসদে। তিনি বলেন, 'ক্যাম্পাসের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে জড়িত ছিলাম, আরো থাকতে চাই।'

শামসুন্নাহার হল সংসদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন ২১-২২ সেশনের মার্কেটিং বিভাগের শিক্ষার্থী সামিয়া মাসুদ মম। তিনি বলেন, 'আমি কখনোই তথাকথিত 'নেত্রী' হতে চাইনি, শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধি হতে চেয়েছি।'

গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের ২০-২১ সেশনের শিক্ষার্থী নওরিন সুলতানা তমা ও মাইশা মালিহা দুজনেই প্রার্থী হচ্ছেন। নওরিন সুলতানা তমা কেন্দ্রীয় সংসদে ও মাইশা মালিহা কবি সুফিয়া কামাল হল সংসদের ভিপি পদে লড়বেন। তমা বলেন, 'শিক্ষার্থীদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের পথ সহজ করতে চাই।' মাইশা মালিহা বলেন, 'শুধু নির্বাচিত কোনো প্রতিনিধি না হওয়ায় শিক্ষার্থীদের অনেক সমস্যা দেখেও তাতে হস্তক্ষেপ করতে পারছি না।'

কেন্দ্রীয় সংসদে স্বাস্থ্য ও পরিবেশবিষয়ক সম্পাদক পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন শেখ তাসনুভা সৃষ্টি। তিনি বলেন, 'এমন একটি ক্যাম্পাস তৈরির লক্ষ্যে কাজ করব, যেখানে শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যসেবা, পরিবেশ ও তাদের মৌলিক অধিকার উপেক্ষিত হবে না।'


উমামা ফাতেমা


আশরেফা খাতুন


সানজিদা আহমেদ তন্বী


মিতু আক্তার


মাইশা মালিহা


সামিয়া মাসুদ মম


নওরিন সুলতানা তমা


সুর্মি চাকমা


শেখ তাসনুভা সৃষ্টি


বাবলি আক্তার মনা


নাজফিয়া সুলতানা সরদার


আছিয়া আক্তার রেমিজা

শামসুন্নাহার হল থেকে কেন্দ্রীয় সংসদে কার্যনির্বাহী সদস্য পদে লড়বেন ইসরাত জাহান ইমু। তিনি বলেন, 'একজন নির্বাচিত প্রতিনিধি হয়ে প্রশাসনকে দায়িত্ব পালন করতে বাধ্য করব।'

বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব হলের ভিপি পদে লড়বেন বাবলি আক্তার মনা। তিনি বলেন, 'হলে যাতে কোনো ধরনের রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার হতে না পারে সে বিষয়টা দেখব।'

এ ছাড়া কেন্দ্রীয় সংসদে গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদের কেন্দ্রীয় যুগ্ম সদস্যসচিব মাহফুজা নওয়ার নওরিন, দর্শন বিভাগের শিক্ষার্থী অদিতি ইসলাম, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী সুর্মি চাকমা, ছাত্রদল নেত্রী চেমন ফারিয়া ও নিশি আক্তার লড়বেন বলে জানিয়েছেন।

রোকেয়া হল সংসদে মনোবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী সিদরাতুল মুনতাহা ওহী, ক্রিমিনোলজি বিভাগের শিক্ষার্থী সিনথিয়া মেহরিন সকাল, মোছাম্মৎ আছিয়া আক্তার রেমিজা, শামসুন্নাহার হল সংসদে স্মৃতি আফরোজ সুমি, সাহিত্য সম্পাদক পদে ইসরাত জাহান সুমনা, রাহানুমা আহমেদ নিরেট, মল্লিকা উমা, ইসরাত জাহান গয়না, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব হল সংসদে সংস্কৃতিবিষয়ক সম্পাদক পদে সায়লা আক্তার লুবনা, তাহমিনা তামান্না, কবি সুফিয়া কামাল হল সংসদে জিএস পদে রুকু খাতুন, নাজফিয়া সুলতানা সরদার, শিমু আক্তার, রওনক জাহান, ছাত্রদল নেত্রী তাসনিয়া জান্নাত চৌধুরী নির্বাচন করবেন বলে জানিয়েছেন।

প্রথম আলো

অভিজ্ঞতার আলো-৪

সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে থাকুন রফিকুন নবী

আনিসুল হক, *সাহিত্যিক ও সাংবাদিক*

রফিকুন নবী আমাদের শিল্পগুরুদের একজন। ১৯৪৩ সালের ২৮ নভেম্বর তাঁর জন্ম, চাঁপাইনবাবগঞ্জে। বাবা পুলিশ ছিলেন, দাদা পুলিশ ছিলেন। বাড়ির নাম ছিল দারোগাবাড়ি। পুলিশ বাবা ছবি আঁকতেন। এখনো রফিকুন নবীর ঢাকার শেওড়াপাড়ার বাড়ির দেয়ালে তাঁর বাবার আঁকা ছবি ঝুলছে।

চাঁপাইনবাবগঞ্জে জন্ম হলেও বাবার বদলির চাকরির কারণে তাঁর শৈশব কেটেছে বাংলাদেশের নানা জায়গায়। যেমন মনে করতে পারেন সিংড়া থানার কথা। সেখানকার জলাভূমি, গাছপালা, গুইসাপ আর মাছ। মনে করতে পারেন মুন্সিগঞ্জের লৌহজংয়ের ছেলেবেলা।

ক্রাউন সিমেন্ট 'অভিজ্ঞতার আলো' শিরোনামে বাংলাদেশের অগ্রগণ্য ব্যক্তিত্বদের ভিডিও সাক্ষাৎকার নিচ্ছি। দুই মাস আগে গিয়েছিলাম শিল্পী রফিকুন নবীর কাছে। তিনি বলছিলেন তাঁর শৈশবের স্মৃতিগুলো—পঞ্চাশের দশকে লৌহজংয়ে ছিলেন। বড় ভূমিকম্প হলো। পুরো মাটি কাঁপছিল। বাসার সামনে যে বড় দিঘি ছিল একটা, সেটার পানি সেই সমুদ্রের পানির মতো উথলে উঠে একদম চারদিকে চলে যাচ্ছে। আর ওই কাঁপাকাঁপির মধ্যে মানুষজন সব মাছ ধরতে ব্যস্ত।

রফিকুন নবীর বাবা স্লেট-পেনসিলে ছবি এঁকে দিয়ে লেখা শেখাতেন। অজগর আঁকতেন, তারপর লিখতেন স্বরে অ। রফিকুন নবীর আগ্রহ ছিল ছবির দিকে। ফতুল্লার স্কুলে পড়তেন। ফোর-ফাইভে থাকতে বর্ধমান হাউসে শিল্পকলার প্রদর্শনী দেখতে চলে গিয়েছিলেন। নারিন্দায় যখন থাকতেন, তখন মহল্লায় আশপাশে থাকতেন বড় শিল্পী-সাহিত্যিকেরা। *সওগাত* সম্পাদক নাসিরউদ্দীন, রোকনুজ্জামান খান দাদাভাই, নূরজাহান বেগম, আবদুল্লাহ আল-মুতী শরফুদ্দিন। তাঁদের কাছ থেকে লেখা এনে নিজেই দেয়ালপত্রিকা বানাতেন—*অভিযাত্রিক*। নিজের হাতের লেখা, নিজের আঁকা ছবি। কচি-কাঁচার মেলার দাদাভাই ছবি আঁকার প্রতিযোগিতায় ছবি চাইলেন। রফিকুন নবী ছবি জমা দিলেন, পুরস্কার পেলেন। আর্ট কলেজে শিক্ষক হিসেবে পেয়েছেন জয়নুল আবেদিন, কামরুল হাসানকে। ভালো ছাত্র ছিলেন। পরীক্ষার ফল ভালো হতো। আবার ষাটের দশকের আন্দোলনে অংশ নিতেন ছবি-কার্টুন-পোস্টার-প্রচ্ছদ এঁকে দিয়ে। খবরের কাগজে ইলাস্ট্রেশন করতেন।

গ্রিসে গিয়েছিলেন স্বাধীনতার পর বৃত্তি নিয়ে। পড়াশোনা করেছেন কাঠখোদাই নিয়ে।



তাঁর আঁকা কার্টুন খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল *বিচিত্রা* আর *দৈনিক বাংলায়*। বাংলা ভাষায় টোকাই শব্দটা তাঁর অবদান। টোকাইয়ের কত সংলাপ আজও আমার মনে আছে। 'শুনেছিস, গরিব শিশুরা ক্রমশ ছোট হয়ে যাচ্ছে।' ভাবুক টোকাইয়ের জবাব, 'বড় আছিল কবে?' কিংবা ভারতীয়রা সীমান্তে ওয়াচটাওয়ার বসিয়েছে। তারা ওয়াচটাওয়ারে দুরবিন দিয়ে দেখেছে আর বলছে, ইশ্, ইলিশ খাচ্ছে রে!'

টোকাই নিয়ে রফিকুন নবী বলেন, 'মজা করতে করতে মজা পাওয়াটা হলো আসল মজা। পেতে পেতে একসময় দেখি যে এটা একেবারে মজ্জায় ঢুকে গেছে। মজাটা ডাবল জয়ে চলে গেল।'

এখন যদি টাইমমেশিনে চড়ে চলে যাওয়া যেত, কোথায় যেতে চান—পুরান ঢাকা নাকি চাঁপাইনবাবগঞ্জে? তিনি যেতে চান চাঁপাইনবাবগঞ্জেই। জন্মস্থান। দারোগাবাড়ি। বাংলাদেশ সম্পর্কে তিনি বলেন, 'পৃথিবীর বহু দেশ ঘুরেছি, আমাদের মতো এই সুন্দর দেশ আর দুটি পাওয়া যাবে না।' বাংলাদেশের একজন প্রধান শিল্পী তা-ই মনে করেন। সুন্দর দেশের সৌন্দর্যের একজন সাধক রফিকুন নবী, আপনি দীর্ঘজীবী হোন। সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে থাকুন।

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

০২ ভাদ্র ১৪৩২

DU in Media

17 August 2025

জনকণ্ঠ



সনাতনী ধর্মাবলম্বীদের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় উৎসব শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উপলক্ষে শনিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় শোভাযাত্রা -জনকণ্ঠ

খোলা কাগজ



প্রিয় ক্যাম্পাস

kholakagojcampus@gmail.com

ঐতিহ্যের স্মারকচিহ্ন ঢাবির 'কার্জন হল'

আরমান হোসেন, ঢাবি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণকেন্দ্রে দাঁড়িয়ে থাকা কার্জন হল কেবল একটি ভবন নয়, এটি একদিকে ইতিহাসের এক নিরব সাক্ষী এবং অন্যদিকে স্থাপত্যকলার এক অনন্য সৃষ্টিকর্ম। এর লোনা, খিলান এবং গম্বুজে প্রতিটি অংশ অতীতের এক গৌরবময় অধ্যায়ের স্মৃতি ধরে রেখে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই হল সাক্ষী থেকেছে বাঙালির রাজনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এক অবিচ্ছিন্ন যাত্রার।

১৯০৪ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি, তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের ভাইসরয় লর্ড জর্জ নাথানিয়েল কার্জন ঢাকায় এসে এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। তার সম্মানেই ভবনটির নামকরণ হয় 'কার্জন হল'। যদিও অনেকের মতে এটি 'টাউন হল' হিসেবে নির্মাণের কথা ছিল। তবে প্রামাণ্য ইতিহাস জানায়, এটি নির্মাণ করা হয়েছিল ঢাকা কলেজের পাঠাগার হিসেবে। নির্মাণের জন্য তৎকালীন এস্টেটের রাজকুমারগণ উদারভাবে দেড় লাখ টাকা দান করেন। ঢাকাকে পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের রাজধানী হিসেবে গড়ে তোলার এক ঐতিহাসিক প্রয়াসের অংশ হিসেবে এ ভবনটি নির্মাণ করা হয়।

নান্দনিক যোগসাধন পর রাজস্ব বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা নির্মিত হয়, যার মধ্যে কার্জন হল অন্যতম। ১৯০৮ সালে এর নির্মাণ সম্পন্ন হয়। কিন্তু ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদের পর ভবনটি নতুন ভূমিকা পায়। ঢাকা কলেজের শ্রেণিকক্ষ হিসেবে ব্যবহার হওয়ায় পর -১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে এটি বিজ্ঞান অনুষদের অন্তর্ভুক্ত হয়। আজও এই ভবনটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞান অনুষদের কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। কার্জন হলের স্থাপত্যশৈলী একঝলায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এতে মোগল, ইউরোপীয় এবং মুসলিম স্থাপত্যরীতির সমন্বয় দেখা যায়। এর বাইরের অংশে ব্যবহৃত কালো লাল ইট ভবনটির দৃষ্টিনন্দন সাথকে আরো গাঢ় করেছে।

গম্বুজগুলোতে মোগল স্থাপত্যের ছাপ স্পষ্ট, আবার খিলানগুলো ইউরোপীয় রীতির প্রতি ইঙ্গিত দেয়। এভাবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের স্থাপত্যকলার এক অসাধারণ মেলবন্ধন ঘটেছে এই ভবনে।

কার্জন হল কেবল স্থাপত্যের দিক থেকেই গুরুত্বপূর্ণ নয়, এটি বাংলাদেশের ইতিহাসের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সঙ্গে সরাসরি জড়িত। বিশেষত, ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে এই ভবনের ভূমিকা অনস্বীকার্য। ১৯৪৮ সালের ২৪ মার্চ, কার্জন হলে অনুষ্ঠিত এক বিশেষ সমাবর্তনে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঘোষণা দেন যে, উর্দু হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। তার এই ঘোষণার প্রতি তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ জানান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা। তাদের সেই প্রতিবাদ ভাষা আন্দোলনের সূচনা পর্ব হিসেবে ইতিহাসে অমর হয়ে আছে।

বিশ শতাব্দীর শুরুতে প্রতিষ্ঠিত এই ভবন আজও একইভাবে টিকে রয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞান অনুষদের অন্তর্ভুক্ত এই ভবনটি বিভিন্ন শ্রেণিকক্ষ এবং পরীক্ষার কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ভবনের প্রতিটি খিলান, প্রতিটি অলিন্দের, এক প্রতিটি গম্বুজ যেন সময়ের সঙ্গে কথা বলে।

কার্জন হলের গুরুত্ব শুধুমাত্র একটি ঐতিহাসিক স্থাপনা হিসেবে নয়, বরং এটি আমাদের সাংস্কৃতিক ও জাতীয় ঐতিহ্যের এক অনন্য প্রতীক। ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার অগ্রগতি -প্রতিটি ক্ষেত্রে এই হলের ভূমিকা ছিল অনুপম। এই ভবনের প্রতিটি ইটের মধ্যে ইতিহাসের কথা লেখা আছে। এখানে যেমন দেখা যায় লাল সার্কানের অবহার প্রতিচ্ছবি, তেমনই দেখা যায় বাঙালির প্রতিবাদী চেতনার উন্মেষ। কার্জন হল তাই শুধুমাত্র একটি ভবন নয়, এটি অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের এক সেতুবন্ধন। এর ঐতিহ্য আমাদের জানা গর্বের, আর এর রক্ষণাবেক্ষণ আমাদের দায়িত্ব।